দৈনিক ইত্তেফাক

তারিখ 25 MAY 199?
পৃষ্ঠা ১ কলাম ১

বুয়েটে আর কতদিন অচলাবস্থা !! ছাত্র অভিভাবকরা উদ্বিগ্ন

আনোয়ার আলদীন ॥ বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ে একটানা একুশ দিন ক্লাস, পরীক্ষাসহ সকল একাডেমিক কর্মকান্ড বন্ধ রহিয়াছে। শীঘ্রই এই অচলাবস্থার অবসানেরও কোন সম্ভাবনা নাই। বুয়েটের চ্যান্সেলর ও প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় হইতে বুয়েটের সমস্যা শিক্ষকদেরই সমাধান করিবার জন্য বলা হইলেও শিক্ষক সমিতি এখন পর্যন্ত এই ব্যাপারে নিষ্ক্রিয় রহিয়াছে। শিক্ষক সমিতি গত বুধবার এবং আজ (সোমবার) প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় অভিমুখে মৌন মিছিল ও স্মারকলিপি প্রদানের দুই দফা কর্মসূচী গ্রহণ করিলেও তাহারা শেষাবধি সফল হইতেছে না। গত বৃহস্পতিবার প্রধানমন্ত্রীর উপদেষ্টা ডাঃ এস এ মালেকের সহিত শিক্ষক সমিতির ৫ জন নেতা সাক্ষাৎ

(১৫শ পৃষ্ঠায় ৪-এর কঃ দ্রঃ)

বুয়েটের

(প্রথম পৃঃ পর)

করিলেও ইতিবাচক কোন ফল হয় নাই।

এই প্রেক্ষাপটে বুয়েটের ছাত্র-ছাত্রীদের শিক্ষাজীবনে বিপর্যয় নামিয়া অসিয়াছে। অভিভাবকরা দারুণভাবে উদ্বিগ্ন। শিক্ষক ও অফিসারদের অবিরাম ধর্মঘটের কারণে চলতি শিক্ষাবর্ষে যাহারা ভর্তি হইয়াছে তাহাদের ক্লাস শুরু নিয়া অনিশ্চয়তা দেখা দিয়াছে। দীর্ঘদিন ক্লাস না হওয়ার কারণে বুয়েটের একাডেমিক ক্যালেন্ডারের ধারাবাহিকতা বিনষ্ট হইতেছে। ফলে নূতন করিয়া একাডেমিক ক্যালেন্ডার প্রণয়ন করিতে হইবে।

এদিকে বুয়েট সংকটের অবসানের দাবীতে সাধারণ ছাত্র-ছাত্রীরা গতকাল ক্যাম্পাসে মিছিল বাহির করে। ছাত্র-ছাত্রীরা অবিলম্বে ক্লাস খোলার দাবী জানায়। শিক্ষক সমিতির সভাপতি ডঃ আবদুর রাজ্জাক জানাইয়াছেন, অচিরেই প্রধানমন্ত্রীকে স্মারকলিপি প্রদান করা হইবে। ইহার পরও বুয়েটের সংকট সুরাহার ব্যাপারে প্রধানমন্ত্রী উদ্যোগ না নিলে শিক্ষক সমিতি পরবর্তী সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিবে। একটি সূত্র জানায়, বুয়েটের সমস্যা নিয়া আন্দোলনকারী শিক্ষকদের মধ্যে অন্তর্দ্বন্দ্বের সৃষ্টি হইয়াছে। শিক্ষক সমিতির বর্তমান অবস্থানের সহিত কিছু শিক্ষক দ্বিমত পোষণ করিতেছেন। তাহারা শিক্ষক সমিতিকে নমনীয় হওয়ার আহ্বান জানাইয়াছেন। পদত্যাগী ভিসি ডঃ ইকবাল মাহমুদ তাহার পদত্যাগপত্র গৃহীত না হওয়া পর্যন্ত ভিসি পদে দায়িত্ব পালন করিলেও তিনি ব্যক্তিগতভাবে এই পদে থাকিতে চাহেন না বলিয়া জানাইয়াছেন। ইহার প্রেক্ষিতে নূতন ভিসি হিসাবে নিয়োগলাভের জন্য ৫ জন শিক্ষক লবিং চালাইয়া যাইতেছেন।

এদিকে যে ১৩ জন স্থাপত্য বিভাগের পদত্যাগী শিক্ষককে নিয়া বুয়েটের জটিলতার সূচনা হয় তাহারা ইতিমধ্যে সিন্ডিকেটের নিকট তাহাদের পদত্যাগের আবেদন পুনর্বিবেচনার জন্য চিঠি দিয়াছেন। তবে যেহেতু ভিসি প্রশাসনিক জটিলতার কারণে সিন্ডিকেট সভা আহ্বান করিতে পারিতেছেন না সে কারণে উল্লেখিত ১৩ জন শিক্ষকের বিষয়টিও অনিশ্চিত হইয়া পড়িয়াছে।

গত ৪ঠা মে বুয়েটের স্বায়ত্তশাসনে হস্তক্ষেপের প্রতিবাদে ভিসিসহ ৭১ জন শিক্ষক বিভিন্ন প্রশাসনিক পদ হইতে পদত্যাগ করেন।